বাংলা ব্যাকরণ: কারক, অকারক, বিভক্তি, অনুসর্গ ও নির্দেশক

পশ্চিমবঙ্গ নতুন ব্যাকরণ বিধি **(WBBSE & WBCHSE)**

সম্পূর্ণ শ্রেণিবিভাগ, ৪টি করে উদাহরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক ও বোর্ড পরীক্ষার বাছাই করা প্রশ্নোত্তর

১. বিভক্তি, অনুসর্গ ও নির্দেশক (কারক নির্ণয়ের মূল ভিত্তি)

ক. বিভক্তি (Inflection)

সংজ্ঞা: যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের (প্রাতিপদিক) সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের পদে পরিণত করে এবং বাক্যে পদের সঙ্গে পদের অন্বয় বা সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে বিভক্তি বলে। বিভক্তির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

শ্রেণিবিভাগ: বিভক্তি প্রধানত ২ প্রকার— (১) শব্দবিভক্তি বা নামবিভক্তি: শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় (যেমন: অ, এ, কে, রে, র, এর, তে, এরা, গুলি) এবং (২) ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তি: ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে (যেমন: ই, ইস, এ, এন, ব, বে, ল)।

- ১. রামকে ডাকা হয়েছে। ('কে' বিভক্তি)
- ২. ছাদএ পাখি বসেছে। ('এ' বিভক্তি)
- ৩. পাখিরা আকাশে ওড়ে। ('রা' বিভক্তি)
- ৪. আমি ভাত খাই। ('ই' ধাতুবিভক্তি)

খ. অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় (Postposition)

সংজ্ঞা: যে সকল অব্যয় পদ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে পৃথকভাবে বসে শব্দবিভক্তির মতো কাজ করে এবং বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে, তাদের অনুসর্গ বলে। এদের নিজস্ব অর্থ আছে।

শ্রেণিবিভাগ: গঠনগতভাবে অনুসর্গ ২ প্রকার— (১) নামজাত বা শব্দজাত অনুসর্গ: বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ থেকে জাত (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, অপেক্ষা, চেয়ে, পানে, তরে, কাছে, পাশে, নিমিত্ত, ভেতরে) এবং (২) ক্রিয়াজাত অনুসর্গ: অসমাপিকা ক্রিয়া থেকে জাত (হইতে/হতে, থাকিয়া/থেকে, করিয়া/করে, ধরিয়া/ধরে, লাগিয়া/লেগে, বলিয়া/বলে)।

- ১. বিপ্লবের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২. মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
- ৩. মায়ের কাছে শিশুটি নিরাপদ।
- ৪. তোমার চেয়ে সে বয়সে বড়ো।

গ. নির্দেশক (Determiners / Enclitics)

সংজ্ঞা: যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনাম পদের পরে যুক্ত হয়ে পদের বচন (একবচন বা বহুবচন) কিংবা নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা নির্দেশ করে, তাদের নির্দেশক বলে।

শ্রেণিবিভাগ: নির্দেশক ২ প্রকার— (১) একবচনাত্মক নির্দেশক: টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু, টুকুন এবং (২) বহুবচনাত্মক নির্দেশক: গুলি, গুলো, গুলিন, রা, এরা, সমূহ, বৃন্দ, গণ, বর্গ।

- ১. কলমটি টেবিলের ওপর রাখো।
- ২. বইখানা বেশ ভালো।
- ৩. ছেলেগুলো মাঠে খেলছে।
- ৪. দুধটুকু খেয়ে নাও।

২. কারক ও তার শ্রেণিবিভাগ

কারকের সংজ্ঞা: 'কারক' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হলো √কৃ + ণক্ (অক), যার অর্থ 'যে করে'। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের (বিশেষ্য ও সর্বনাম) যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে, তাকে কারক বলে। নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী কারক ৬ প্রকার: কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ কারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক এবং অধিকরণ কারক। *(আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে 'সম্প্রদান কারক'-কে বর্জন করে 'নিমিত্ত কারক'-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।)*

১. কর্তৃকারক (Nominative Case)

বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তৃকারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		
১. প্রযোজক কর্তা	যে কর্তা নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করায়।	১. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। ২. শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। ৩. রাখাল গোরু চরায়। ৪. সাপুড়ে সাপ খেলায়।
২. প্রযোজ্য কর্তা	প্রযোজক কর্তার প্রেরণায় যে কাজটি সম্পাদন করে।	১. মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। ২. শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। ৩. রাখাল গোরু চরায়। ৪. সাপুড়ে সাপ খেলায়।
৩. সমধাতুজ কর্তা	বাক্যের কর্তা ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে।	১. গায়ক গাইছে। ২. খেলোয়াড় খেলছে। ৩. লেখক লিখছেন। ৪. পড়ুয়া পড়ছে।
৪. ব্যতিহার কর্তা	দুটি কর্তা একত্রে পরস্পর একই কাজ করলে।	১. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

		২. বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। ৩. ভাইয়ে ভাইয়ে বেশ মিল। ৪. পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক চলছে।
৫. সহযোগী কর্তা	দুটি কর্তা পরস্পর সহযোগিতা করে একটি কাজ করলে।	১. মায়ে ঝিয়ে রান্না করছে। ২. বাপে বেটায় চাষ করছে। ৩. গুরু শিষ্যে আলোচনায় বসেছেন। ৪. রামে শ্যামে মিলে কাজটি করেছে।
৬. নিরপেক্ষ কর্তা	একই বাক্যে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা ভিন্ন হলে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাটি।	১. সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। ২. তুমি এলে আমি যাব। ৩. বৃষ্টি থামলে খেলা শুরু হবে। ৪. বাবা বাড়ি ফিরলে আমরা খাব।

শ্রেণিবিভাগ		
৭. কর্মবাচ্যের কর্তা	কর্মবাচ্যে যে কর্তা অনুক্ত বা গৌণভাবে থাকে (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক যুক্ত)।	১. রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হন। ২. পুলিশের দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে। ৩. রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গীতাঞ্জলি রচিত হয়েছে। ৪. আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
৮. ভাববাচ্যের কর্তা	ভাববাচ্যে ক্রিয়া প্রধান হওয়ায় যে কর্তা অপ্রধান (র, এর, কে বিভক্তিযুক্ত) হয়।	১. আমার যাওয়া হবে না। ২. তোমার কোথায় থাকা হয়? ৩. রোগীর আর ওঠা হলো না। ৪. তাঁর দ্বারা এত হাঁটা সম্ভব নয়।
৯. কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা	কর্তা উহ্য থাকায় কর্মই যখন কর্তার মতো কাজ করে।	১. বাঁশি বাজে। ২. শাঁখ বাজছে। ৩. ঘন্টা পড়ে। ৪. কাজটা ভালো দেখায় না।

২. কর্মকারক (Accusative Case)

কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্মকারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কী’ বা ‘কাকে’ দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		
১. মুখ্য কর্ম	দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্মটি (সাধারণত শূন্য বিভক্তিযুক্ত)।	১. বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। ২. শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। ৩. মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ৪. দাদু নাতনিকে গল্প শোনাচ্ছেন।
২. গৌণ কর্ম	দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রাণিবাচক কর্মটি (সাধারণত কে/রে বিভক্তিযুক্ত)।	১. বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন। ২. শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন। ৩. মা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ৪. দাদু নাতনিকে গল্প শোনাচ্ছেন।
৩. সমধাতুজ কর্ম	বাক্যের কর্ম ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে।	১. সে দারুণ খেলা খেলেছে। ২. এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। ৩. কী কান্নাটাই না কাঁদল! ৪. তিনি বেশ এক হাসি হাসলেন।
৪. উদ্দেশ্য কর্ম	দ্বিকর্মক সকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্মের মধ্যে যেটিকে কেন্দ্র করে বিধেয় কর্ম বসে।	১. আমরা তাকে নেতা মানি। ২. সকলে রামকে রাজা নির্বাচিত করল। ৩. লোকে দুধকে সাদা বলে। ৪. মানুষ সত্যকে ধ্রুব জানে।
৫. বিধেয় কর্ম	উদ্দেশ্য কর্মের পরিপূরক হিসেবে যে কর্মটি ব্যবহৃত হয়।	১. আমরা তাকে নেতা মানি। ২. সকলে রামকে রাজা নির্বাচিত করল। ৩. লোকে দুধকে সাদা বলে।

		৪. মানুষ সত্যকে ধ্রুব জানে।
৬. উপবাক্যীয় কর্ম	কোনো পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ যখন অন্য ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে বসে।	১. তিনি বললেন, **"আমি কাল আসব"**। ২. সবাই জানে পৃথিবী গোল। ৩. মা জিজ্ঞাসা করলেন, **"তুই কখন ফিরবি?"** ৪. গুরুদেব বলেছেন, **"সদা সত্য কথা বলবে"**।

শ্রেণিবিভাগ		
৭. অক্ষুণ্ণ কর্ম	বাচ্য পরিবর্তনের পরও যে কর্মের রূপ পরিবর্তিত হয় না।	১. রামের দ্বারা ভাত খাওয়া হয়েছে। ২. আমার দ্বারা বইটি পড়া হয়েছে। ৩. পুলিশের দ্বারা চোরটি ধরা পড়েছে। ৪. তার দ্বারা গানটি গাওয়া হলো।

৩. করণ কারক (Instrumental Case)

‘করণ’ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। কর্তা যার দ্বারা বা যে উপায়ে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কীসের দ্বারা’ বা ‘কী উপায়ে’ প্রশ্ন করলে করণ কারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		
১. যন্ত্রাত্মক করণ	কোনো বাস্তব যন্ত্র বা বস্তুর সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হলে।	১. সে কলম দিয়ে লিখছে। ২. কৃষক কাস্তে দিয়ে ধান কাটছে। ৩. মাঝি বৈঠা দিয়ে নৌকা বায়। ৪. কাঠুরে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটে।
২. উপায়াত্মক করণ	কোনো কৌশল, গুণ বা বিমূর্ত উপায়ের মাধ্যমে ক্রিয়া সম্পাদিত হলে।	১. পরিশ্রমে ধন আনে। ২. বুদ্ধির দ্বারা সব জয় করা যায়। ৩. কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হবে। ৪. ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করা যায়।

৩. হেতুময় করণ	কোনো কারণ বা হেতু বোঝালে।	১. আনন্দে মন নেচে উঠল। ২. শোকে পাথর হয়ে গেছে। ৩. লজ্জায় মাথা কাটা গেল। ৪. ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে।
৪. সমধাতুজ করণ	করণ পদ ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে।	১. মায়ার বাঁধনে বেঁধেছ আমায়। ২. তোমার জ্বালায় জ্বলছি। ৩. সে ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ছে। ৪. সে মাজনে দাঁত মাজে।
৫. লক্ষণাত্মক করণ	যে চিহ্ন বা লক্ষণ দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে চেনা যায়।	১. জটায় তাপস চেনা যায়। ২. পৈতায় ব্রাহ্মণ চেনা যায়। ৩. পোশাকে ভদ্রলোক চেনা যায় না। ৪. আচরণে বংশের পরিচয় মেলে।
৬. কালাত্মক করণ	কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাতে (সপ্তমী বিভক্তি বা ধরে/ব্যাপিয়া অনুসর্গ)।	১. এক সপ্তাহে কাজটি শেষ হয়েছে। ২. তিন দিনে জ্বর সারল। ৩. দশ বছরে বাড়িটি তৈরি হয়েছে। ৪. ঘন্টাখানেক ধরে বৃষ্টি হচ্ছে।

৪. নিমিত্ত কারক **(Dative / Purposive Case)**

যার জন্য বা যে উদ্দেশ্যে কোনো ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাকে নিমিত্ত কারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কার জন্য’ বা ‘কীসের নিমিত্তে’ প্রশ্ন করলে নিমিত্ত কারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		

১. স্বত্বত্যাগপূর্বক দান	অধিকার বা মালিকানা পুরোপুরি ত্যাগ করে কিছু দেওয়া হলে।	১. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। ২. দরিদ্রকে বস্ত্র দান করো। ৩. সৎপাত্রে কন্যা দান করো। ৪. আর্তদের ত্রাণ তহবিলে অর্থ দাও।
২. উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনে	কোনো কিছুর প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ক্রিয়া ঘটলে।	১. বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল। ২. তীর্থের তরে যাত্রা শুরু হলো। ৩. পড়ার জন্য টেবিলে বসো। ৪. চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি বিদেশে গেছেন।
৩. ভক্তি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে	দেবতা বা গুরুজনদের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন বা প্রণাম জানালে।	১. গুরুদেবের চরণে প্রণাম জানাই। ২. দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দাও। ৩. পিতৃপুরুষের তর্পণে জল দাও। ৪. মাতৃভূমির তরে প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

৫. অপাদান কারক **(Ablative Case)**

যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত বা রক্ষিত হয় এবং যাতে কারো ভয় উৎপন্ন হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কোথা থেকে’ বা ‘কী হতে’ প্রশ্ন করলে অপাদান কারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		
১. স্থানবাচক অপাদান	কোনো স্থান থেকে বিচ্যুতি, আগমন বা প্রস্থান বোঝালে।	১. গাছ থেকে পাতা পড়ে। ২. ছাদ থেকে জল পড়ছে। ৩. তিনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন। ৪. মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।
২. কালবাচক অপাদান	কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে ক্রিয়ার আরম্ভ বোঝালে।	১. সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে। ২. আগামীকাল থেকে পরীক্ষা শুরু। ৩. সোমবার থেকে স্কুল খুলবে। ৪. শৈশব থেকে সে এখানেই আছে।
৩. দূরত্ববাচক অপাদান	কোনো স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব বোঝালে।	১. কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি অনেক দূর। ২. বাড়ি থেকে স্টেশন দু-মাইল।

		৩. পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব বহু কোটি মাইল। ৪. আমাদের গ্রাম থেকে নদীটি খুব কাছে।
৪. তারতম্যবাচক অপাদান	দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বা তারতম্য বোঝালে।	১. রামের চেয়ে শ্যাম লম্বা। ২. বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান। ৩. মৃত্যুর চেয়ে অপমান কঠিন। ৪. সোনার চেয়ে জ্ঞান দামি।
৫. ভয়/রক্ষা/বিরতিবাচক	কোনো কিছু থেকে ভয় পাওয়া, রক্ষা পাওয়া বা বিরত থাকা বোঝালে।	১. বাঘকে কে না ভয় পায়? ২. বিপদ থেকে রক্ষা করো। ৩. পাপ থেকে বিরত থাকো। ৪. সাপ দেখে শিশুটি চমকে উঠল।
৬. উৎপত্তি/গৃহীতবাচক	কোনো কিছু থেকে জন্ম, উৎপত্তি বা গ্রহণ করা বোঝালে।	১. তিল থেকে তেল হয়। ২. দুধ থেকে দই হয়। ৩. গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। ৪. খনি থেকে কয়লা তোলা হয়।

৬. অধিকরণ কারক (Locative Case)

ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান, কাল বা বিষয়কে অধিকরণ কারক বলে। ক্রিয়াকে ‘কোথায়’, ‘কখন’ বা ‘কোন বিষয়ে’ প্রশ্ন করলে অধিকরণ কারক পাওয়া যায়।

শ্রেণিবিভাগ		
১. স্থানাধিকরণ	ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান বা আধার বোঝালে (৩ প্রকার: ঐকদেশিক, অভিব্যাপক, সামীপ্য)।	১. বনে বাঘ থাকে। (ঐকদেশিক) ২. তিলে তৈল আছে। (অভিব্যাপক)

		৩. ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। (সামীপ্য) ৪. আকাশে চাঁদ উঠেছে।
২. কালাধিকরণ	ক্রিয়া সম্পাদনের সময় বা কাল বোঝালে।	১. সকালে সূর্য ওঠে। ২. বসন্তে কোকিল ডাকে। ৩. রাত্রে তারা দেখা যায়। ৪. শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়।
৩. বিষয়াধিকরণ	কোনো বিশেষ বিষয় বা শাস্ত্রে দক্ষতা বা অদক্ষতা বোঝালে।	১. ছেলেটি অঙ্কে খুব কাঁচা। ২. তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত। ৩. রমা গানে পারদর্শী। ৪. সে ইংরেজিতে দুর্বল।
৪. ভাবাধিকরণ	একটি ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থার ওপর অন্য ক্রিয়ার সংঘটন নির্ভর করলে (সপ্তমী বিভক্তি)।	১. সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর হয়। ২. কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়। ৩. বসন্তের আগমনে প্রকৃতি সেজে ওঠে। ৪. তাঁর উপস্থিতিতে সভা শুরু হলো।

৩. অকারক পদ (Non-Case Elements)

বাক্যস্থিত যে নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না, তাকে অকারক পদ বলে। অকারক পদ ২ প্রকার:

ক. সম্বন্ধ পদ (Genitive / Possessive)

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ অন্য নামপদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। এতে সাধারণত ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি যুক্ত থাকে। এর উল্লেখযোগ্য শ্রেণিবিভাগ হলো—

- ১. কর্তৃসম্বন্ধ: রবীন্দ্রনাথের লেখা (রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন)।
- ২. কর্মসম্বন্ধ: দেশের সেবা (দেশকে সেবা)।
- ৩. করণসম্বন্ধ: হাতের কাজ (হাত দ্বারা কাজ)।
- ৪. অপাদানসম্বন্ধ: বাঘের ভয় (বাঘ থেকে ভয়)।
- ৫. অধিকরণসম্বন্ধ: বনের পশু (বনে বাস করে যে পশু)।
- ৬. ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ও উপাদানসম্বন্ধ: তিন দিনের ছুটি; সোনার আংটি।

খ. সম্বোধন পদ (Vocative)

বাক্যের মূল ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না রেখে কাউকে আহ্বান বা সম্বোধন করার জন্য যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সম্বোধন পদ বলে। এর পরে সাধারণত কমা (,) বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) বসে।

- ১. প্রত্যক্ষ সম্বোধন: হে বন্ধু, বিদায়। / মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল।
- ২. আবেগসূচক সম্বোধন: ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে! / সখী, ভাবনা কাহারে বলে।

৪. প্রতিযোগিতামূলক ও বোর্ড পরীক্ষার বাছাই করা ২০টি কঠিন প্রশ্নোত্তর

1. প্রশ্ন: "বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।" — নিম্নরেখ পদটি কোন কারক?
   উত্তর: ব্যতিহার কর্তা (কর্তৃকারকে 'এ' ও 'তে' বিভক্তি)। দুটি ভিন্নধর্মী কর্তা পরস্পর বিরোধ ভুলে একত্রে একই ক্রিয়া সম্পাদন করছে।
2. প্রশ্ন: "টাকায় কিনা হয়!" — 'টাকায়' কোন কারক?
   উত্তর: উপায়াত্মক করণ কারকে 'য়' বিভক্তি। (টাকার দ্বারা বা উপায়ে সব হয়)।
3. প্রশ্ন: "ছাদ থেকে জল পড়ছে" বনাম "ছাদ থেকে আকাশ দেখা যায়" — কারকের পার্থক্য কী?
   উত্তর: প্রথমটিতে জল ছাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিচে পড়ছে, তাই অপাদান কারক। দ্বিতীয়টিতে ছাদে অবস্থান করে আকাশ দেখা হচ্ছে (স্থান বোঝাচ্ছে), তাই স্থানাধিকরণ কারক।
4. প্রশ্ন: "বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।" — 'জলকে' কোন কারক?
   উত্তর: নিমিত্ত কারকে 'কে' বিভক্তি। (জল আনার উদ্দেশ্যে বা নিমিত্তে চলো)।
5. প্রশ্ন: "অন্ধজনে দেহ আলো।" — 'অন্ধজনে' কোন কারক?
   উত্তর: নিমিত্ত কারকে 'এ' বিভক্তি। (অন্ধজনের উদ্দেশ্যে বা কল্যাণে আলো দাও)।
6. প্রশ্ন: "পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।" — 'পাগলে' ও 'ছাগলে' কোন কারক?
   উত্তর: কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। (পাগল ও ছাগল নিজেরাই ক্রিয়া সম্পাদন করছে)।
7. প্রশ্ন: "কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।" — 'কান্নায়' কোন কারক?
   উত্তর: ভাবাধিকরণ কারকে 'য়' বিভক্তি। (কান্নার ভাব বা অবস্থায় শোক কমে যায়)।
8. প্রশ্ন: "সূর্যোদয়ে পদ্ম ফোটে" এবং "সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে" — দুটি বাক্যে 'সূর্যোদয়ে' ও 'সূর্য' কোন কারক?
   উত্তর: প্রথমটিতে 'সূর্যোদয়ে' হলো ভাবাধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি। দ্বিতীয়টিতে 'সূর্য' হলো নিরপেক্ষ কর্তা (কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি)।
9. প্রশ্ন: "কলমটা ভালো লেখে।" — 'কলমটা' কোন কারক?
   উত্তর: কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা (কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি, 'টা' নির্দেশক)। লেখক উহ্য থাকায় কলমই কর্তার ভূমিকা পালন করছে।
10. প্রশ্ন: "গায়ে হলুদ" এবং "হাতে খড়ি" — কোন কারক?
    উত্তর: উভয়ই অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে, হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে)।

11. প্রশ্ন: "আমার যাওয়া হবে না।" — 'আমার' কি সম্বন্ধ পদ না কর্তৃকারক?
    উত্তর: আধুনিক ব্যাকরণ অনুযায়ী এটি ভাববাচ্যের কর্তা (কর্তৃকারকে 'র' বিভক্তি)। ক্রিয়া সম্পাদনের মূল ভাবটি কর্তাকেই নির্দেশ করছে।
12. প্রশ্ন: "পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করো।" — 'পাপীকে' ও 'পাপকে' কোন কারক?
    উত্তর: উভয়ই কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি (কাকে ঘৃণা করো? — পাপীকে/পাপকে)।
13. প্রশ্ন: "চোখের জলে ভাসলাম।" — 'চোখের' কোন পদ?
    উত্তর: অকারক পদ (উপাদান/অপাদান সম্বন্ধ পদ, 'এর' বিভক্তি)। কারণ 'চোখের' পদের সঙ্গে 'ভাসলাম' ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক নেই।
14. প্রশ্ন: "তিলে তৈল আছে" এবং "তিলে তৈল হয়" — কারকের পার্থক্য কী?
    উত্তর: প্রথমটিতে তিলের সর্বত্র তেল ব্যাপ্ত হয়ে আছে বোঝাচ্ছে, তাই অভিব্যাপক অধিকরণ কারক। দ্বিতীয়টিতে তিল থেকে তেল উৎপন্ন হচ্ছে বোঝাচ্ছে, তাই অপাদান কারক।

15. প্রশ্ন: "মনে পড়ে সেই দুপুরের কথা।" — 'মনে' কোন কারক?
    উত্তর: অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি (মনের মধ্যে পড়ে)।
16. প্রশ্ন: "আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস।" — 'আকাশে' কোন কারক?
    উত্তর: স্থানাধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।
17. প্রশ্ন: "ভয়ে তার বুক কাঁপছে।" — 'ভয়ে' কোন কারক?
    উত্তর: হেতুময় করণ কারকে 'এ' বিভক্তি (ভয়ের কারণে বুক কাঁপছে)।
18. প্রশ্ন: "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।" — 'ধর্মের' কোন পদ এবং 'বাতাসে' কোন কারক?
    উত্তর: 'ধর্মের' হলো অকারক (সম্বন্ধ পদ) এবং 'বাতাসে' হলো করণ কারকে 'এ' বিভক্তি (বাতাসের দ্বারা নড়ে)।
19. প্রশ্ন: "গুরু শিষ্যকে বললেন, 'বৎস, মন দিয়ে পড়ো'।" — 'বৎস' কোন পদ?
    উত্তর: অকারক পদ (সম্বোধন পদ)।
20. প্রশ্ন: "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।" — 'এক সূত্রে' কোন কারক?
    উত্তর: করণ কারকে 'এ' বিভক্তি (এক সূত্রের দ্বারা বাঁধিয়াছি)।
